দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 02 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

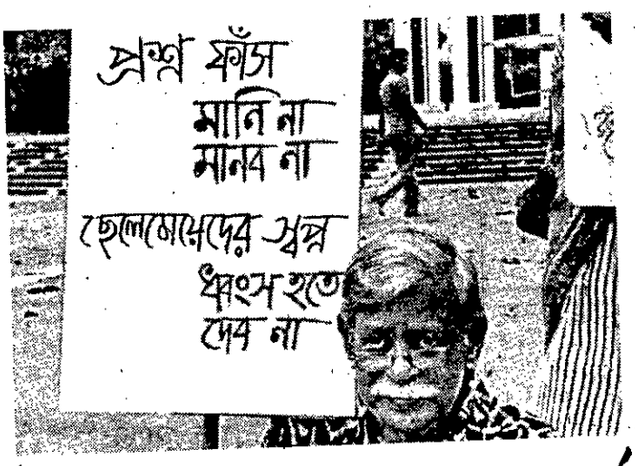

শিক্ষার গলায় ফাঁস

• সাগর কোড়াইয়া

পরীক্ষার সঙ্গে প্রশ্নের সম্পর্ক রয়েছে। সেটা হোক লিখিত বা মৌখিক। ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষার্থী নির্দিষ্ট প্রশ্নের মধ্য দিয়ে কৃতকার্য হবে এটাই সর্বজন স্বীকৃত। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে চাকরির ইন্টারভিউ পর্যন্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। পরীক্ষার জন্য যে ভাল প্রস্তুতি নেবে সে ভাল ফল করবে আর যার প্রস্তুতি ভাল থাকবে না সে অকৃতকার্য হবে। তবে কয়েক বছর ধরে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে অনেকের মধ্যে পরীক্ষার প্রস্তুতির কোন বালাই নেই। অনেকের মধ্যে কেমন যেন স্থিরতাভাব লক্ষণীয়। পরীক্ষার কয়েকদিন বা কয়েক ঘণ্টা পূর্বে প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়া যেন এখন 'ছেলের হাতে মোয়া'-তেই পরিণত হয়েছে। ফলে পরীক্ষায় ফলাফলের দিক দিয়ে একজন সাধারণ মানের পরীক্ষার্থীও ভাল ফল লাভ করছে। কিন্তু আসল সত্য হচ্ছে- জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগ তো আর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং ফলাফলের ওপর নির্ভর করে হয় না। এমন পরীক্ষার্থীকেও দেখা যায় যারা প্রশ্নপত্র হাতে পেয়েও সেদিকে না তাকিয়ে বরং নিজের চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নিজের মতো করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। কয়েক বছর ধরে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের চক্রজালে পড়ে সমাজজীবন ও দেশ বিপর্যস্ত। প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই চক্রজাল থেকে সমাজ ও দেশ

একটি প্রশ্ন থেকে যায়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত এবং ছাপানোর কাজে তো নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দায়িত্বাধীন থাকেন। আর যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়- তাহলে নিশ্চয় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দায়িত্বে অবহেলাই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ক্ষেত্রে বড় কারণ

কিছুতেই যেন বেরিয়ে আসতে পারছে না। মাঝে মাঝে প্রশ্নপত্র ফাঁসের নাটের গুরুদের ধরা হয় বলে শুনি। কিন্তু পরবর্তী বছরে আবারও সেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের পুনারাবৃত্তি ফিরে আসে। তাহলে নাটের গুরুদেরও কি নাটের গুরু রয়েছে? প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে যারা জড়িত তারা নির্দিষ্ট কয়েকটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই চক্রান্ত করছে যেমন- জাতিকে মেধাশূন্য করে তোলা, সরকারের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস করে আর্থিক উপার্জন করা এতদিন শুনে এসেছি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা অনেক সময় বিঘ্নিত হয়; এখন শুনতে হচ্ছে যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তাও এখন হুমকির মুখে। প্রতি বছর পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই সমস্যা যেন জাতীয় ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর তদন্ত কমিটি গঠন করে কি লাভ? যা হওয়ার তা তো হয়েই যায়। বরং পরবর্তীতে যেন আর প্রশ্নপত্র ফাঁস না হয় সেদিকে কড়া নজর দিতে হবে। আশার বিষয় হচ্ছে- ইতোমধ্যে কমিটিকে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সব পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নের নিরাপত্তা বিধানে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে। সময়ই বলে দিবে অগ্রগতি কতদূর। তবুও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত এবং ছাপানোর কাজে তো নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দায়িত্বাধীন থাকেন। আর যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়- তাহলে নিশ্চয় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দায়িত্বে অবহেলাই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ক্ষেত্রে বড় কারণ। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে আমরা ব্যাপক অবদান রাখতে পারি। পিতা-মাতাকে অবশ্যই সন্তানদের দিকে নজর রাখতে হবে যেন সন্তান কোনভাবেই ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র হাতে না পায়। ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রকে 'না' বলতে পারলেই জাতির এই গলার কাঁটা ও করাল রাহুগ্রাস অর্ধেক দূর হয়ে যাবে।

বনানী, ঢাকা থেকে